শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৯২.১৯-৫৩০

তারিখঃ ০৪ কার্তিক ১৪২৬
২০ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়ঃ বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া উপজেলাধীন অর্জুনগাড়ী তাজ সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার জনাব মো: আব্দুল কাদের ও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রেবেকা নাজমুন নাহারকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করে স্থায়ীভাবে এমপিও বন্ধ করার বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ টিএমইডিকে অবহিতকরণ।

সূত্র: (১) TMED এর স্মারকনং-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৯২.১৯-৪৯২ তারিখ: ২৫.০৯.১৯ খ্রি.।
(২) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.১৯-২৯২ তারিখ: ১৯.০৯.১৯ খ্রি.।
(৩) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.১৯-৩১১ তারিখ: ০২.১০.১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ে (২) নং সূত্রে বর্ণিত পত্রে জানানো হয়েছে যে, বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া উপজেলাধীন অর্জুনগাড়ী তাজ সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার জনাব মো: আব্দুল কাদের ও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রেবেকা নাজমুন নাহারকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করে স্থায়ীভাবে এমপিও বন্ধ করা হবে না এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য TMED কর্তৃক গত ১৩.০১.১৯ তারিখের ১৪ সংখ্যক পত্র এবং ০৫.০৮.১৯ তারিখের ১৩৩ সংখ্যক পত্রমূলে মহোদয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়।

০২। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে বর্ণিত মাদ্রাসার সুপার জনাব মো: আব্দুল কাদের এর নিয়োগকালে কাম্য যোগ্যতা না থাকায় এবং সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রেবেকা নাজমুন নাহার এর কম্পিউটার সনদ জাল/ভূয়া প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত দুজনের নিয়োগ অবৈধ হয়েছে মর্মে TMED কর্তৃক গত ১৩.০১.১৯ তারিখের ১৪ সংখ্যক পত্রমূলে মহোদয়কে অবহিত করা হয়।

০৩। তদপ্রেক্ষিতে বর্ণিত মাদ্রাসার সুপার জনাব মো: আব্দুল কাদের ও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রেবেকা নাজমুন নাহারকে কেন চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করে স্থায়ীভাবে এমপিও বন্ধ করা হবে না এ বিষয়ে মহোদয় কর্তৃক ০৯.০৯.১৯ তারিখের ১৫৭ সংখ্যক পত্রমূলে কারণ দর্শানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সুপার ও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) কে পত্র দেয়া হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বর্ণিত সুপার ও সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) কর্তৃক আত্মপক্ষ সমর্থন করে মহোদয় বরাবর জবাব উপস্থাপন করা হয়।

০৪। বর্ণিত মাদ্রাসার সুপার জনাব মো: আব্দুল কাদের কর্তৃক উপস্থাপিত জবাবের প্রেক্ষিতে মহোদয় কর্তৃক অবতহিত করা হয় যে, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে সুপার জনাব মো: আব্দুল কাদের এর নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিবেদনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপার জনাব মো: আব্দুল কাদের কর্তৃক বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, বগুড়াতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৮৬/১৮ অন্য প্রকার দায়ের করা হয়। উক্ত মোকদ্দমায় ২৪.০৭.১৯ তারিখে নিম্নরূপ রায় দেয়া হয়:

"বাদীপক্ষের দাখিলী ০৭.০৮.১৮ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনটি শুনানি অন্তে মঞ্জুরক্রমে বিবাদীপক্ষকে এ মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদীকে অর্জুনগাড়ী তাজ সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার পদ হতে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হতে বারিত করা হলো।"

০৫। বর্ণিত মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রেবেকা নাজমুন নাহার কর্তৃক মহোদয় বরাবর দাখিলকৃত জবাবের আলোকে সূত্রে বর্ণিত (২) নং স্মারকের মাধ্যমে মহোদয় কর্তৃক জানানো হয়েছে যে, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রেবেকা নাজমুন নাহার এর সনদ জাল/ভূয়া প্রমাণিত হওয়ায় তার এমপিও বাতিল করে এমপিও বাবদ অবৈধভাবে উত্তোলিত অর্থ ফেরৎ দেয়ার জন্য TMED কর্তৃক গত ১৩.০১.১৯ তারিখের ১৪ সংখ্যক পত্রমূলে মহোদয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়।

০৬। উক্ত নির্দেশনা পত্রকে চ্যালেঞ্জ করে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রেবেকা নাজমুন নাহার কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৭৫৬৮/২০১৯ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় ২৮.০৭.১৯ তারিখে নিম্নরূপ রুলনিশি জারি করা হয়:

"Pending hearing of the Rule, let operation of the Memo No. ৫৭.০০.০০০০.০৭৫.০২৭.৫৬.১৭ Dated 13.01.19 (Annexure-F), in so far as it relates to refund the money of MPO received by the petitioner since 01.07.2002 only be stayed for a period of 06 (six) months from date."

০৭। যেহেতু সুপার জনাব মো: আব্দুল কাদেরকে সুপারের পদ হতে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার বিষয়টি বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত কর্তৃক বারিত করা হয়েছে এবং সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রেবেকা নাজমুন নাহার এর সনদ জাল/ভূয়া প্রমাণিত হওয়ায় তার এমপিও বাতিল করে এমপিও বাবদ অবৈধভাবে উত্তোলিত অর্থ ফেরৎ প্রদানের জন্য ইসুকৃত পত্রকে চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৭৫৬৮/১৯ মামলায় গত ২৮.০৭.১৯ তারিখে উক্ত পত্রটিকে ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে, সেহেতু জনাব মো: আব্দুল কাদের এবং সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রেবেকা নাজমুন নাহারকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করে স্থায়ীভাবে এমপিও বন্ধ করা যাবে কি-না, এ বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা চেয়ে মহোদয় কর্তৃক (২) নং সূত্রমূলে অনুরোধ করা হয়েছে।

০৮। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া উপজেলাধীন অর্জুনগাড়ী তাজ সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রেবেকা নাজমুন নাহার কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৭৫৬৮/১৯ মামলায় গত ২৮.০৭.১৯ তারিখে প্রদত্ত অন্তবর্তীকালীন আদেশ vacate করা হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে জরুরিভিত্তিতে vacate করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে গৃহীত ব্যবস্থার হালনাগাদ তথ্যাদি ১০.১০.১৯ তারিখের মধ্যে TMED কে অবহিত করার জন্য মহোদয় বরাবর সূত্র (১) মূলে নির্দেশনা দেয়া হয় । উক্ত নির্দেশনার আলোকে মহোদয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি আজোবধি পাওয়া হয়নি।

চলমান পৃষ্ঠা/২

০৯। অন্যদিকে, বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সুপার জনাব মো: আব্দুল কাদের কর্তৃক বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, বগুড়াতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৮৬/১৮ অন্য প্রকার মামলার আর্জির কপি না থাকায় রিট পিটিশনটি মহোদয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য না থাকায় বিষয়টি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। বিধায় উক্ত দেওয়ানী মামলার আর্জির কপি আবশ্যক।

১০। এক্ষণে, এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য আবশ্যক:

(ক) রিট পিটিশন নং-৭৫৬৮/১৯ মামলায় ২৮.০৭.১৯ তারিখের অন্তবর্তীকালীন আদেশ vacate করণ সংক্রান্ত TMED কর্তৃক গত ২৫.০৯.১৯ তারিখের ৪৯২ সংখ্যক পত্রের উপর গৃহীত ব্যবস্থার হালনাগাদ তথ্যাদি;

(খ) সুপার জনাব মো: আব্দুল কাদের কর্তৃক সহকারী জজ আদালত, বগুড়াতে দায়েরকৃত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৮৬/১৮ অন্য প্রকার মামলার আর্জির কপি ।

১১। এমতাবস্থায়, উপরি-উক্ত মতে চাহিত তথ্যাদি আগামী ৩০.১০.১৯ তারিখের মধ্যে TMED তে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ করা হলো।

২৩/১০/১৯

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
লেভেল-৩, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটান গার্ডেন রোড, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।